দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 MAY 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নারায়ণগঞ্জে জেলা প্রশাসকের নির্দেশ

স্কুল-কলেজ চলাকালে কোচিং সেন্টার বন্ধ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জে স্কুল-কলেজের ক্লাস চলার সময় কোচিং সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসক আনিছুর রহমান মিঞা। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, '১৭টি জেলার মধ্যে অনলাইন কার্যক্রমে নারায়ণগঞ্জ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। প্রতিটি শিক্ষককে জেলা তথ্য বাতায়ন ও শিক্ষক বাতায়ন সম্পর্কে জানতে হবে। স্কুলগুলোতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি টয়লেটের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকদের নজর দিতে হবে। সব বিষয় মিলে আমরা ডিজিটালের দিকে এগোচ্ছি। তাই সব শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে জানতে হবে।'

সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি) শাহীন আরা বেগম বলেন, 'যেসব স্কুলের শিক্ষকদের ল্যাপটপ নেই, তাঁরা স্কুল থেকে বা লোন নিয়ে ল্যাপটপ কিনবেন। অনেক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, স্কুলগুলোতে কম্পিউটার ল্যাবে ধুলোর আস্তর পড়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিষয় দেখতে পেলে ওই স্কুলের ল্যাব বাতিল করে আমরা অন্য স্কুলে স্থানান্তর করব।' মর্গান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, 'ডিজিটাল যুগে আমরা এনালগ স্কুল দেখতে চাই না।'

সরকারি তোলারাম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. শিরীন বেগম বলেন, 'ডিজিটাল কনটেন্ট যাঁরা তৈরি করছেন তাঁদের আরো সুন্দর ও ক্লিয়ার করে তৈরি করতে হবে। কোচিং সেন্টার বন্ধে এর আগে একবার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে আমরা অভিযান চালিয়েছিলাম। ওই সময় বেশ কিছু কোচিং সেন্টারে আমি তালাও লাগিয়েছিলাম।'

নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা বলেন, 'আমাদের স্কুলের আশপাশে বেশ কিছু কোচিং সেন্টার রয়েছে। সেগুলোতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও যাচ্ছে। আমি স্কুল চলাকালে কোচিং বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়ায় বেশ কিছু অভিভাবক এসে উল্টো কোচিং সেন্টারের পক্ষে গুণগান গেয়েছেন। অভিভাবকরা আবার ফোরামও গঠন করেছেন। যার মধ্যে একজন ফটোসাংবাদিকও ছিলেন। এ ছাড়া সম্প্রতি একটি অনলাইন পত্রিকা থেকেও একজন সাংবাদিক ফোন করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা এসএমএসের মাধ্যমে আমাকে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছেন, আমি সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছি।' তিনি আরো বলেন, 'বর্তমানে জিপিএ ৫ পাওয়া তো কোনো বিষয় না। বোর্ড থেকে নম্বর দিতে নির্দেশনা আসে। খাতায় লিখতে পারলেই হলো। কিন্তু এতে তো শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে পারছে না।'